খামারী ভাইদের চিঠির মাধ্যমে পাঠানো বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও পরামর্শ দিয়েছেন

ডা: মঈনউদ্দীন আহাম্মদ মাসুদ

প্রশ্নঃ আমার বাড়ী নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উজেলায়। আমার স্ত্রী সখ করে পোষার জন্য দেশী ছাগী কিনেছে। সেই ছাগীর ২টি বাচ্চাও হয়েছে। আমার ইচ্ছা তাকে একটি ছাগল খামার করে দেই। এখানে বলা দরকার আমার বাড়ীর পাশে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে সেখান দিয়ে জয়পুরহাট পর্যন্ত উঁচু হাই রোড আছে। আর আমার এলাকায় বন্যার পানিও ঢুকে না। এমতাবস্থায় ছাগল খামার গড়ে তোলার জন্য আমাকে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে, অনুগ্রহপূর্বক জানালে খুব ভালো হতো।

আরমান আলি
নিয়ামতপুর
নওগাঁ।

উত্তরঃ ভাই আরমান আলি আপনার পত্র আমরা যথা সময়ে পেয়েছি। পত্রের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি জানিয়েছেন আপনার এলাকায় বন্যা হয় না। ছাগলের ঘাস খাওয়ার জন্য ঘাসের খামার গড়ে তোলা খুব সহজ হবে। কারণ আপনার এলাকায় বন্যার কোন সমস্যা নেই। ছাগল খামার শুকনো জায়গায় খুব ভালো হয়। একটি আদর্শ ছাগল খামার গড়ে তোলার জন্য আপনাকে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তা পর্যায়ক্রমে নীচে তুলে ধরা হলো।

১। আপনার ছাগলগুলোর জন্য মাটি থেকে উঁচু জায়গায় মাঁচা পদ্ধতিতে প্রতি ১০টি ছাগলের জন্য একটি করে ঘর তৈরি করে নিতে হবে। ঘরে শীত এবং বর্ষাকালের জন্য পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ১০টির বেশি ছাগল ঘর প্রতি থাকলে সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

২। আপনার বর্ণনার যেহেতু জেনেছি যে, আপনার ছাগলগুলোকে চরানোর জন্য যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা আপনার ওখানে আছে তাই প্রতিদিন সকালে অথবা সন্ধ্যায় আপনি ৫০ গ্রাম করে গমের ভূষি, ৫০ গ্রাম এঙ্করের ভূষি এবং ৫০ গ্রাম চাউলের আটো ভূষি মিশিয়ে খাওয়াবেন। ঘরের কাছে মাটির চাড়িতে পর্যাপ্ত পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য ব্যবস্থা রাখবেন যাতে ছাগলগুলো তাদের ইচ্ছামত পানি পান করতে পারে।

৩। আপনার ছাগীগুলোর জন্য প্রতি ২৫টি ছাগীর জন্য ১টা বড় একই জাতের পাঁঠা পালন করতে হবে। যাতে প্রজননের জন্য আপনার ছাগীগুলো বাহিরে না নিয়ে যেতে হয়। পাঁঠার জন্য খাবারের মান যেন ছাগীর থেকেও ভালো হয় সে দিকে খেয়াল রাখবেন।

৪। আপনার পাঁঠা এবং ছাগীগুলোকে যাতে প্রতি ৯০ দিন পর পর একবার কৃমিমুকরণ ঔষধ খাওয়ানো হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫। আপনার খামারের ছাগলগুলোকে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে যে ক্ষেত্রে যেটা দরকার) এনথ্রাক্স, এফএমডি এবং পিপিআর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা করিয়ে নিবেন।

৬। আপনার ছাগল খামারের আপদকালীন ঘাসের চাহিদা পুরণের জন্য আপনাকে হয় নিজের জমিতে অথবা অন্যের

জমি ভাড়া নিয়ে ঘাস চাষ করতে হবে যেমন- নেপিয়ার, পারা, স্পেল্লেডিডা, জাম্বো, ওটস্, ইত্যাদি।

৭। আপনার খামারের ছাগল বাজারজাত করার জন্য আপনাকে আশেপাশের বাজার বা হাটে গিয়ে স্থানীয় বাজারে কি দরে ছাগল/ছাগী বা পাঁঠা বা খাসী বিক্রয় হয় সে সম্পর্কিত ধারণা আগে থেকেই নিয়ে রাখতে হবে।

৮। প্রতি সপ্তাহে এক বা দুই দিন ছাগল রাখার ঘর খুব ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ঘরে ২% কাপড় কাঁচা সোডা অথবা ভিরকন এস ২% মাত্রায় স্প্রে করিয়ে রাখতে হবে।

৯। নিকটস্থ সরকারি প্রাণিচিকিৎসা হাসপাতালের রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য সরকারি ডাক্তার সাহেবের যোগাযোগ মোবাইল নাম্বার আপনার কাছে থাকতে হবে।

১০। খামার আকারে বেশ বড় হয়ে গেলে (১০০ শত ছাগল হলে) আপনার ছাগলের ঘর থাকতে হবে অবশ্যই ১০টি। প্রতি ঘরে যতগুলো ছাগল বিক্রয়যোগ্য হবে সে গুলোকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে।

উপরে বর্ণত ১০টি পয়েন্ট মাথায় রেখে খামার পরিচালনা করলে আশা করা যায় আপনি লাভবান হবেন।

প্রশ্নঃ আমার ছেলের সখকে কেন্দ্র করে আমি ২টি ঘুঘু পোষার জন্য বাড়ীতে নিয়ে আসি। এর আগে আমি কোনদিন ঘুঘু পুষি নাই। যার কারণে ঘুঘু প্রতিপালন বিষয়ে আমার তেমন কোন ধারণা নেই। অতএব, আমি আপনার পত্রিকার প্রশ্ন ধারাবাহিকভাবে করতে চাই। আশা করি প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানের মাধ্যমে ঘুঘু পালন ব্যবস্থাপনা, এর রোগ, এর খাদ্য এবং পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন?

মো: আব্দাল জাব্বার
সেসানাতলা
বগুড়া।

প্রশ্নঃ কবুতর এবং ঘুঘু পাখির মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তরঃ আসলে কবুতর এবং ঘুঘু একই পরিবারভুক্ত ২টি প্রজাতির পাখি। একই পরিবারভুক্ত বড় সাইজের বা আকৃতির পাখিগুলোকে আমরা কবুতর বলে থাকি। আর এই পরিবারের ছোট আকৃতির পাখিগুলোকে আমরা ঘুঘু বলে থাকে। এ পরিবারের পাখিগুলোর প্রায় ৩০০ রকমের প্রজাতি রয়েছে। কবুতর ও ঘুঘু উভয় পাখিই কোলামবিডি পরিবারভুক্ত পাখি।

প্রশ্নঃ কোন প্রজাতির ঘুঘু নতুনভাবে পোষার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন?

উত্তরঃ নতুনভাবে বাড়িতে পোষার জন্য উপযুক্ত ঘুঘুর প্রজাতি হলো গলোকণ্ঠহার সম্বলিত ঘুঘু অথবা যাকে বলা হয় বারবানি ঘুঘু, যার বৈজ্ঞানিক নাম স্ট্রেপটোপেলিয়া রিসোরিয়া। এছাড়াও হীরক অথবা ডায়মন্ড ঘুঘুও পারিবারিকভাবে পোষার জন্য আর একটি প্রজাতি যার বৈজ্ঞানিক নাম জিওপেলিয়া কিউনেটা। এছাড়া আমাদের দেশী তিলা ঘুঘু ও রাম ঘুঘু নামে ২টি প্রজাতি পোষার জন্য ব্যবহৃত হয়। তিলা ঘুঘুর বৈজ্ঞানিক নাম স্ট্রেপটোপেলিয়া চাইনেনসিস এবং রাম ঘুঘুর বৈজ্ঞানিক নাম স্ট্রেপটোপেলিয়া ওরিয়েন্টালিশ।

প্রশ্নঃ সকল ধরনের ঘুঘুই কি শব্দ করে ডাক দেয়?

উত্তরঃ হ্যাঁ সকল ধরনের ঘুঘুই কূজন করে বা ডাক দিয়ে থাকে। তবে পুরুষ ঘুঘুর ডাক অনেকটা মৃদু ঘড় ঘড় শব্দেতর ডাক। স্ত্রী ঘুঘু সব সময় জোরে শব্দ করে ডেকে থাকে।

প্রশ্নঃ ঘুঘু পাখি সাধারণত কতদিন বাঁচে?

উত্তরঃ বন্য ঘুঘু পাখি সাধারণত ৩-৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। পোষা ঘুঘু পাখি সাধারণত ১২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বাঁচে তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুঘু পাখি ২০ বছর পর্যন্তও বাঁচতে পারে।

প্রশ্নঃ ঘুঘু পাখি কি কি ধরনের খাবার পছন্দ করে?

উত্তরঃ বেশিরভাগ ঘুঘু পাখির পছন্দের খাবার হলো বিচি জাতীয় শস্যদানা। যেমন ধান, গম, সরিষা, রায়, কাওন, সূর্য্যমুখী ফুলের বিচি। এছাড়াও তারা ফিঞ্চ মিক্স শস্যদানা অথবা ককাটেল মিক্স শস্যদানাও পছন্দ করে, যা বাজারে পাখির খাবার দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়াও এরা বাজারে কিনতে পাওয়া কুকুর বা বিড়ালের জন্য তৈরি খাবার

ভিজিয়ে নরম করে দিলে খেতে পছন্দ করে। এরা ফুলকপি, ব্রকলি, ছেঁড়া টুকরো পাউরুটি, কাটা আফেল, আঙ্গুর ফলও পছন্দ করে থাকে। এছাড়াও সামুদ্রিক পাথর জাতীয় গ্রিট এদের শরীরের খনিজ লবণের চাহিদা পুরণ করে থাকে। সিদ্ধ ডিমও এদের খাওয়ানো যায়। রান্না করা সবজি এবং মিলিওয়ার্মও এদের পছন্দের খাবার। মিলিওয়ার্ম এদের জন্য ভিটামিন এর উৎস হিসাবে কাজ করে।

প্রশ্নঃ ঘুঘু পোষার জন্য কেমন খাঁচা বা বাসস্থানের দরকার?

উত্তরঃ ঘুঘু পোষার জন্য সাধারণত বড় ধরনের খাঁচার প্রয়োজন হয়। খাঁচা হতে হবে মাপ ৩ ফুট লম্বা ২ ফুট চওড়া এবং ২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। এ খাঁচার ভিতর একপ্রান্তে হয় মাটির পাত্রে ডিমপাড়ার ব্যবস্থা অথবা ছোট কোন পিচবোর্ড কার্টুনে ডিম পাড়ার জায়গা করে দিতে হয়। বক্সের ভিতরের মেঝেতে বা মাটির পাত্রের ভিতর শুকনো ঘাসের বন্দবস্ত করে দিতে হয়।

প্রশ্নঃ ঘুঘুর কি কি রোগ হয়ে থাকে?

উত্তরঃ ঘুঘুর সাধারণত ব্যাক্টেরিয়াল রোগের মধ্যে সালমোনেলোসিস রোগ হয়। এরা কখনো প্রটোজোয়াল রোগেও আক্রান্ত হয়ে থাকে যেমন, ট্রাইকোমোনিয়াসিস। এরা মুরগির ককসিডিওসিস রোগেও আক্রান্ত হতে পারে।

প্রশ্নঃ ঘুঘুর রোগ হলে করণীয় কি?

উত্তরঃ ঘুঘুর রোগ হলে পাখি চিকিৎসা করেন এমন একজন ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এর জন্য তাঁর মোবাইল নম্বর আপনার কাছে থাকা খুব জরুরি। মাঝে মাঝে, ২/৩ মাসের ব্যবধানে উক্ত ডাক্তার ডেকে আপনার পোষা ঘুঘু বা অন্য পাখি পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।

আপনার সন্তানের স্কুলের টিফিনে
প্রতিদিন একটি করে ডিম দিন।
ডিম শিশুর পুষ্টি জোগাতে সহায়ক।

সৌজন্যে 'খামার'